তারিখ ... 25 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ২ ...

সংবাদ

শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প

২০ কোটি টাকা বাগিয়ে নিলেও তৈরি হয়নি ট্রেনিং ম্যানুয়াল

রাকিব উদ্দিন

প্রায় ২০ কোটি টাকা বেতন ভাতা বাগিয়ে নিয়েও শিক্ষকদের জন্য 'ট্রেনিং ম্যানুয়াল' তৈরি করেনি বিদেশি দুই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প 'টিকিউআই-২ সেপ'র অধীনে নিয়োগ পাওয়া প্রতিষ্ঠান দুটি হলো ফিলিপাইনের 'ডিএসআইসি' এবং ডেনমার্কের 'এসইডব্লিউসিও'।

প্রায় সাড়ে চার বছর আগে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের 'ট্রেনিং ম্যানুয়াল' (প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা) তৈরির জন্য দুই বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়া হলেও দুই প্রতিষ্ঠান কাজের কাজ কিছুই করতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ে ট্রেনিং ম্যানুয়াল তৈরি করতে না পারায় পুরনো ফটোকপি ম্যানুয়ালেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ব্যর্থতার দায় আড়াল করতে 'টিকিউআই-২ সেপ' প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে 'ডিএসআইসি'কে 'ফরেন ট্রেনিং'র দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও প্রশিক্ষণের নামে ঋণের অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার, শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে ইচ্ছেমতো বিদেশ ভ্রমণ, শিক্ষা উপকরণ কিনে ভাগভাটোয়ারা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও শিক্ষার মানোন্নয়নের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করার অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রকল্প কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে।

পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পের সাড়ে চার বছরে 'ডিএসআইসি' দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ সময়ে এসে ফিলিপাইনের ওই প্রতিষ্ঠানটি তড়িঘড়ি করে দায়সারাগোচের 'ট্রেনিং ম্যানুয়াল' প্রণয়ন করে প্রায় ২০ কোটি টাকা জায়েজ করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। টিকিউআই-২ সেপ প্রকল্পের অধীনে 'ডিএসআইসি' এবং 'এসইডব্লিউসিও' ফার্মে আটজন বিদেশিসহ (কনসালট্যান্ট) মোট ১৯ জন পরামর্শক কাজ করছেন।

ট্রেনিং ম্যানুয়াল তৈরির ব্যাপারে জানতে চাইলে টিকিউআই-২ সেপ প্রকল্পের উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর হোসেন সংবাদকে বলেন, 'আমি যতটুকু জানি- টিচার্স ট্রেনিং ম্যানুয়াল তৈরির কাজ চলছে। প্রকল্পের অর্থায়নে নায়েমে এ কাজ হচ্ছে।' চার বছরেও কেন-এই কাজ হয়নি- সে সম্পর্কে জানতে চাইলে উপ-পরিচালক বলেন, 'আমি এখানে এসেছি, তিন মাস হলো। এখনও

ট্রেনিং : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ট্রেনিং : ম্যানুয়েল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সবকিছু বুঝে উঠতে পারিনি।' অভিযোগ পাওয়া গেছে, প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদের শেষ পর্যায়ে এসে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ডিপিপি (ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপাইল বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) সংশোধন করে 'ডিএসআইসি'র মাধ্যমে ফিলিপাইনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটি নিয়েও বিতর্ক উঠেছে। কারণ ডিপিপি'তে ২৫ জন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানোর কথা বলা রয়েছে। কিন্তু ওই টিমে ২৪ জন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যান একজন প্রকল্প কর্মকর্তা, যিনি কলেজ শিক্ষক। এই প্রকল্পের অর্থায়নে শিক্ষা প্রশাসনের বেশকিছু কর্মকর্তা ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন, যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

গত ৩ সেপ্টেম্বর প্রকল্পের সহকারী পরিচালক (এপিডি) আবু সাঈদ মজুমদারের নেতৃত্বে ২৫ জন প্রধান শিক্ষক ফিলিপাইন যান এবং গত ১৮ সেপ্টেম্বর দেশে ফেরেন। 'ডিএসআইসি' ফার্মের আমন্ত্রণে প্রকল্প পরিচালকও (পিডি) ফিলিপাইন ঘুরে এসেছেন। প্রশিক্ষণের নামে খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পের অধীনে আরেকটি টিমকে ফিলিপাইন পাঠানোর তৎপরতা চলছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন ইন বাংলাদেশ-পার্ট টু' বা টিকিউআই-টু) প্রকল্পের অধীনে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে 'ডিসআইসি' ও 'এসইডব্লিউসিও'কে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এদের মূল কাজ ছিল প্রশিক্ষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক (ইংরেজি, বাংলা, গণিত) প্রশিক্ষণ তৈরি করা। কিন্তু প্রতিষ্ঠান দুটি নির্ধারিত সময়ে একটি বিষয়ের ম্যানুয়ালও তৈরি করতে পারেনি।

তবে প্রকল্পের এপিডি আবু সাঈদ মজুমদার বলেন, 'কিছু বিষয়ের ট্রেনিং ম্যানুয়াল তৈরি হয়েছে, আর কিছু বিষয়ের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।'

আরও যতো অনিয়ম

অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও জনবল নিয়োগে স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়মের কারণে ২০১৪ সালে বরাদ্দকৃত অর্থের ১৬ মিলিয়ন ডলার কর্তন করে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক। ওই বছর দাতা সংস্থাটি অনিয়মে অভিযুক্ত তিন কর্মকর্তাকে সরাতে পরামর্শ দিলেও উল্টো এদের 'প্রাইজ পোস্টিং' দেয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, 'টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন' এর বাস্তবায়ন শুরু করতে প্রথম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালের ২৯ মার্চ। ওই কর্মশালায় মোট খরচ দেখানো হয় প্রায় ছয় লাখ টাকা। এর মধ্যে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য কলম, প্যাড, প্যাড-হোল্ডার ইত্যাদি কেনার নামে ৭০ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়, যা আদৌ কেনা হয়নি বলে এডিবির কাছে অভিযোগ জমা হয়।

জনবল নিয়োগে বাণিজ্য ও স্বজনপ্রীতি

প্রকল্পের অধীনে ২০১৩ সালের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী (কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী) পদে ছয়জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এই নিয়োগ কার্যক্রমের দাফতরিক খরচ, নিয়োগ কমিটির সদস্যদের সম্মানী ভাতাসহ অন্যান্য খরচ প্রকল্প থেকে নেয়া হয়নি। অথচ সংশ্লিষ্টদের সকল খরচ ও সম্মানী ভাতা দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, ওই নিয়োগ কার্যক্রমে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। ওই অর্থ ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছেন নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব ও প্রকল্পের এক সহকারী পরিচালক (বর্তমানে একটি শিক্ষা বোর্ডে কর্মরত)। এর বিনিময়ে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত সবার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

এছাড়াও এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয়নি। মানা হয়নি জেলা কোটা। এমনকি কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় যিনি প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন, তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। এই নিয়োগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিজ জেলা থেকেই সবাইকে নিয়োগ দিয়েছেন।

কেনাকাটায় অনিয়ম : ২০১৪ সালে প্রকল্পের অর্থে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসহ (টিটিসি) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের জন্য ৪৫০টি কম্পিউটার কেনা হয়েছিল। এগুলোর অধিকাংশ ইতোমধ্যে বিতরণও করা হয়। কিন্তু আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি বলে- মাউশি বিশেষ করে শিক্ষা ভবনের জন্য কেনা ২০টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়নি। পরবর্তীতে মাউশিকে কয়েকটি পুরনো কম্পিউটার দেয়া হয়। নতুন কম্পিউটারগুলো প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ভাগভাটোয়ারা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ কম্পিউটার স্বল্পতার কারণে মাউশিতে সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

এ ব্যাপারে এপিডি আবু সাঈদ মজুমদার বলেন, 'আমরা ইতিপূর্বে কিছু কম্পিউটার মাউশি'কে দিয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি মাউশির কিছু কর্মকর্তাকে বদলি করায় এখন তারা আর কম্পিউটার নিতে চাচ্ছে না। মাউশি আমাদের জানিয়েছে কিছুদিন পর কম্পিউটার নেবে।' কিন্তু এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মাউশির পরিচালক প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন সংবাদকে বলেন, 'কম্পিউটারের অভাবে আমরা দাফতরিক কাজই ঠিকমতো করতে পারছি না। টিকিউআই প্রকল্পের পক্ষ থেকে আমাদের কম্পিউটার দেয়ার কথা ছিল কিনা তা আমরা ভুলেই গেছি।' প্রায় ৬০০ কোটি টাকার টিকিউআই-টু প্রকল্পের মধ্যে এডিবি দিচ্ছে ৮২ শতাংশ অর্থ। বাকি ১৮ শতাংশ টাকা দিচ্ছে জিওবি (সরকার)। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১২ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের জুন নাগাদ।